JAMDANI

আসসালামু আলাইকুম

৫০তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer Batch

Technical

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

শুভ সন্ধ্যা

Class will start at 7:05 pm In Sa Allah

লেকচার: ০৮

টপিক:

- ✓ **আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা:** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ, যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শক্তিসাম্য ব্যবস্থা;
- ✓ **সামরিক জোট:** ন্যাটো (NATO), ওয়ারশ ও আনজুস, কোয়াড, অকাস, সিয়েটো, সেন্টো;
- ✓ **মতবাদসমূহ:** বাস্তববাদ , উদারতাবাদ, সামন্তবাদ, ডমিনো তত্ত্ব, সংঘর্ষ তত্ত্ব, অন্যান্য মতবাদসমূহ।
- ✓ **বিশ্ব রাজনীতি; ভূ-রাজনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত ও চুক্তি:** বিশ্ব রাজনীতি, ভূ-রাজনীতি ও যুদ্ধ, বিভিন্ন বিপ্লব, গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

www.uttoron.academy

International Relations (IR) is the academic discipline and field of study that examines the **interactions**, **behaviors**, and **structures** among **states**, **non-state actors**, **international organizations**, **multinational corporations**, and **global forces** in the international system. It seeks to **understand**, **explain**, and **predict** patterns of **cooperation**, **conflict**, **trade**, **diplomacy**, **war**, **globalization**, and **governance** **beyond national borders**.

- **States** → Primary actors with sovereignty.
- **Non-State Actors** → Influence without sovereignty.
- **IGOs** → Created by states to manage cooperation/conflict.
- **MNCs** → Private global economic actors with major influence.
- **Global Forces** → Systemic challenges shaping all actors' behavior.

Why IR Matters Today

- Geopolitical Shifts
- Global Crises
- Hybrid Threats
- Regional Flashpoints

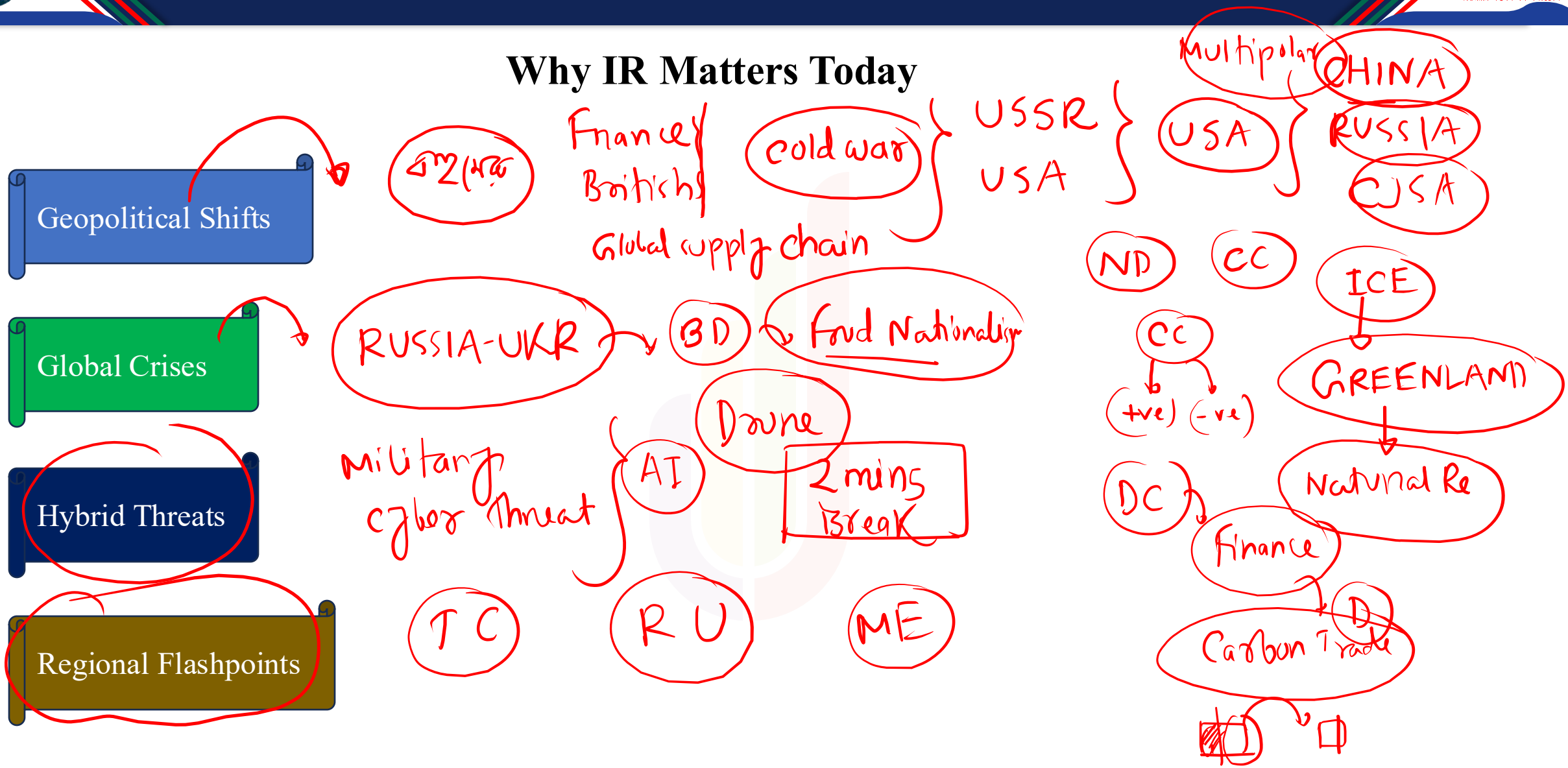

International Security is about maintaining peace and preventing conflict between nations — ensuring safety not only for states but also for humanity as a whole.

Type	Focus Area	Example Threats
Traditional Security	Focuses on **state security**, military power, and defense against external aggression.	Wars, invasions, nuclear weapons, territorial disputes.
Non-Traditional (Human) Security	Focuses on **individual and human welfare** beyond military threats.	Terrorism, climate change, pandemics, poverty, cyber threats, migration.

It refers to a system where **no single state or alliance becomes so powerful** that it can dominate all others. The goal is stability and prevention of war through equilibrium of military, economic, and political

(Balance of Power)

শক্তিসাম্য মূল বক্তব্য

ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্ব (Balance of Power Theory) আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও কৌশলগত ধারণা, যা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শক্তির সমন্বয় বজায় রাখার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলে।

- শক্তির সমতা রাখা
- সংঘাত প্রতিরোধ
- জোট গঠন
- সার্বভৌমত্ব রক্ষা
- নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা

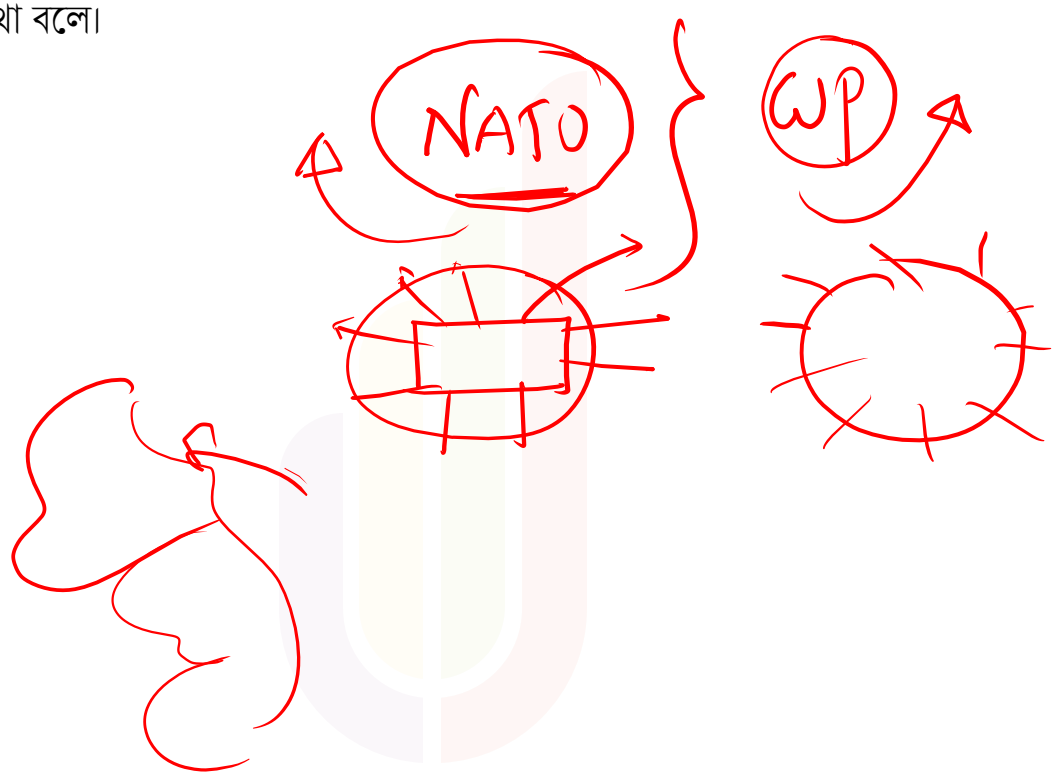

❑ শক্তি-সাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

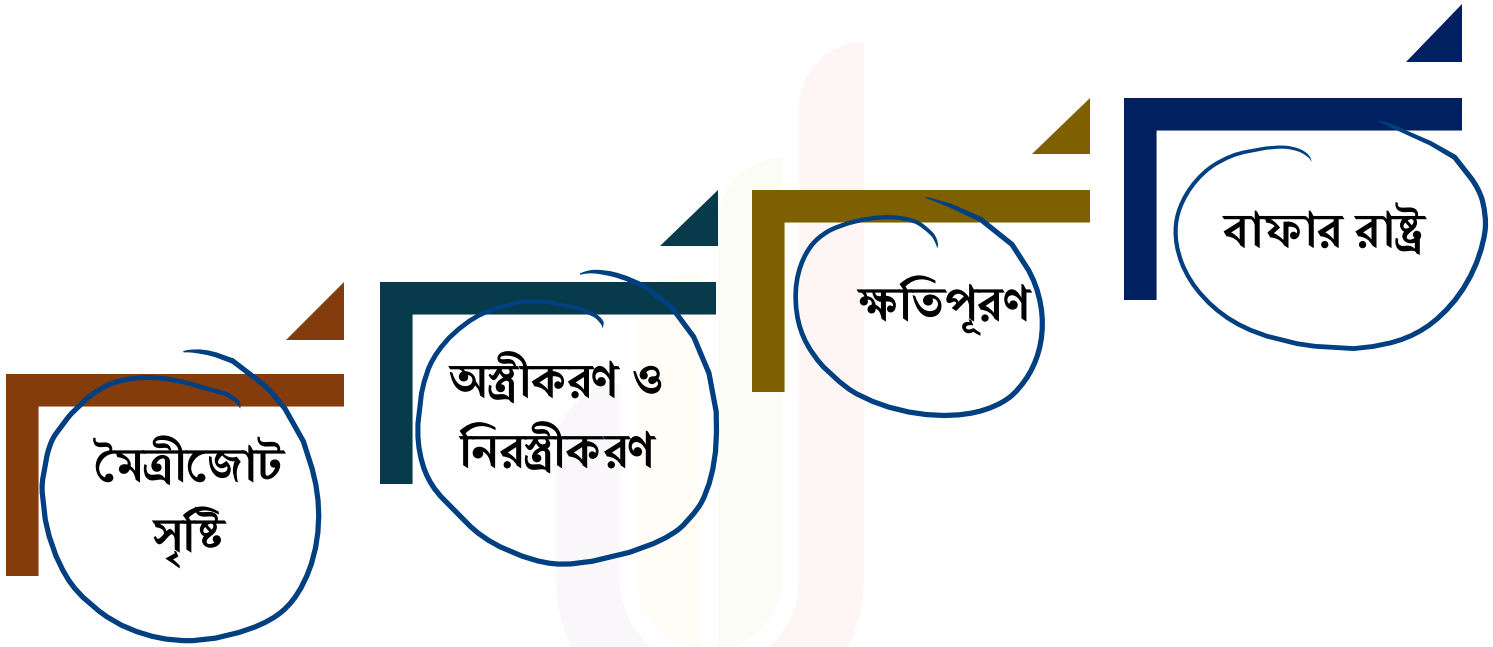

❑ শক্তি-সাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

NATO (1949): সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট বিস্তার ঠেকাতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোর গঠিত প্রতিরক্ষা জোট।

Warsaw Pact (1955): NATO-র বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে এই জোট গঠন করে।

মৈত্রীজোট সৃষ্টি

শক্তিসাম্য

❑ শক্তি-সাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ

Name of the Treaty	Years
SALT-1 (Strategic Arms Limitation Talks)	**1972**
SALT-2 (IBM ≤ 2250) (BM- Ballastic Missile)	**1979**
INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)	**1987**
START-1 (Strategic Arms Reduction Treaty) Long-range missile ≤ 600	**1991**
START-2 (nuclear warhead ≤ 3500)	**1993**
START-3	**1997**
The New **START**	**2011**

❑ শক্তি-সাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

ক্ষতিপূরণ

Napoleon যুদ্ধের পরে 1815 সালের Vienna Congress: ফ্রান্সকে কিছু ভূখণ্ড ও প্রভাব হারাতে হয়।
World War I-এর পরে Versailles চুক্তি (1919): জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

❑ শক্তি-সাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

বাফার রাষ্ট্র

বাফার রাষ্ট্র (Buffer State) হলো একটি স্বাধীন বা আংশিক স্বাধীন রাষ্ট্র যা দুটি বা ততোধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত এবং এদের মধ্যে সংঘাত বা সামরিক সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করে।

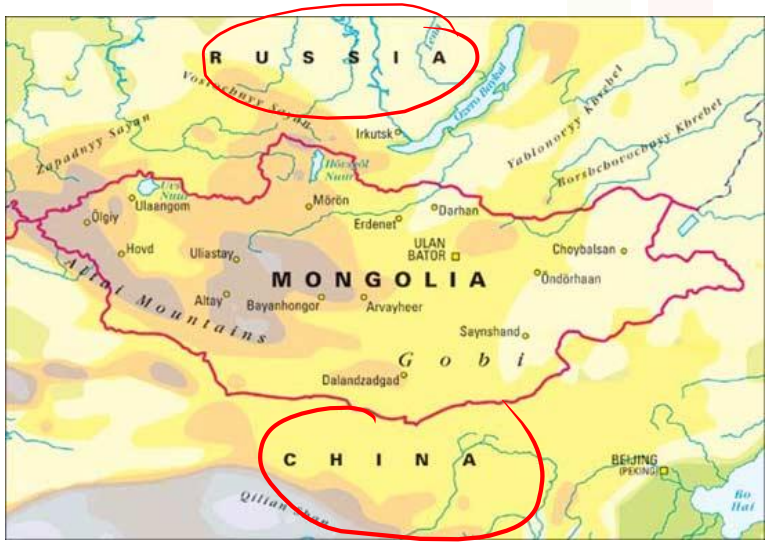

How Do States Maintain Balance of Power?

Internal Balancing

Building your own strength

- Military Buildup
- Economic Growth
- Technology & Innovation
- Population & Resources

External Balancing

Teaming up with others

- Alliances
- Coalitions
- Bandwagoning
- Buck-Passing

অস্ত্রীকরণ (Armament)

অস্ত্রীকরণ হলো রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া — অস্ত্র, সেনা, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কারণসমূহ (Why States Arm?)

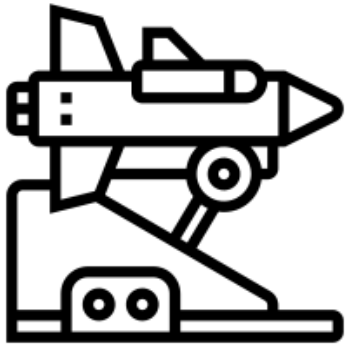

নিরাপত্তা দ্বিধা (Security Dilemma)	এক দেশ অস্ত্র বাড়ালে অন্যরা ভয় পায় → তারাও বাড়ায়।
প্রতিপত্তি (Prestige)	শক্তিশালী সেনা = আন্তর্জাতিক মর্যাদা
প্রতিরক্ষা (Deterrence)	"আমাকে আক্রমণ করলে ধ্বংস হবে" — ভয় দেখিয়ে শান্তি
অর্থনৈতিক স্বার্থ	অস্ত্র শিল্প → চাকরি, রপ্তানি

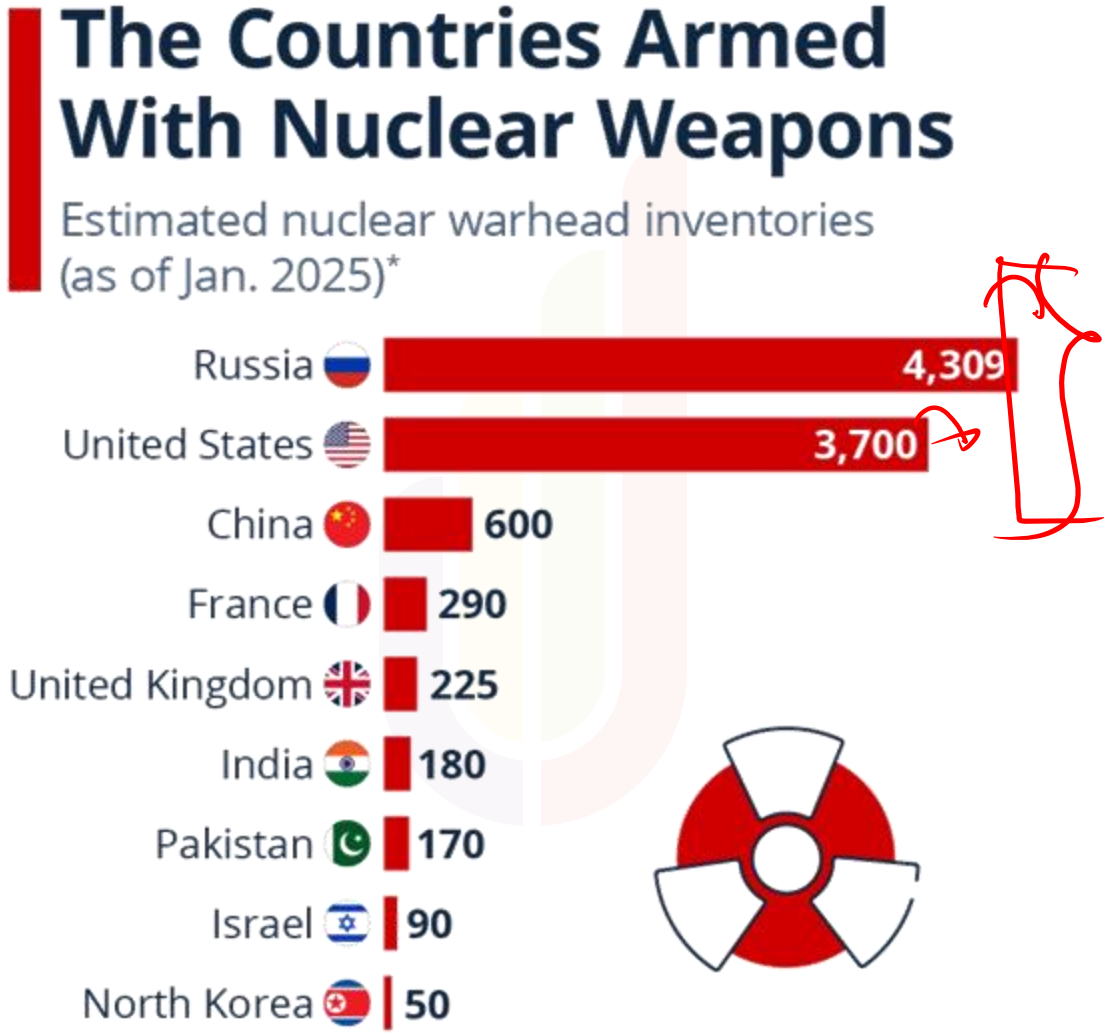
The Countries Armed With Nuclear Weapons
Estimated nuclear warhead inventories (as of Jan. 2025)*
Russia 4,309
United States 3,700
China 600
France 290
United Kingdom 225
India 180
Pakistan 170
Israel 90
North Korea 50

নিরস্ত্রীকরণের সফলতার অন্তরায়

- জাতীয় নিরাপত্তা
- অস্ত্র বাণিজ্য
- ঐকমত্যের অভাব
- সংঘাতময় আন্তর্জাতিক রাজনীতি
- আধিপত্য বজায় রাখা
- আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার
- কৌশলগত ভূ-রাজনীতি
- চুক্তির কার্যকারিতা

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

North Atlantic Treaty Organization (NATO)	
প্রতিষ্ঠাকাল	৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে।
ধরন	সামরিক সহযোগিতার জোট।
সদর দপ্তর	ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), পূর্বে ছিল প্যারিস (ফ্রান্স)।
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য	১২টি।
বর্তমান সদস্য সংখ্যা	৩২টি।
মুসলিম দেশ	তুর্কিয়ে ও আলবেনিয়া।
সর্বশেষ সদস্য	সুইডেন (৭ মার্চ, ২০২৪)।
প্রথম মহাসচিব	লর্ড ইসমে।
বর্তমান মহাসচিব	মার্ক রুটে
উদ্দেশ্য	একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন করা, যেখানে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো কোনো বহিরাগত পক্ষের আক্রমণের শিকার হলে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা প্রদান করা।
দাপ্তরিক ভাষা	ইংরেজি, ফরাসি।

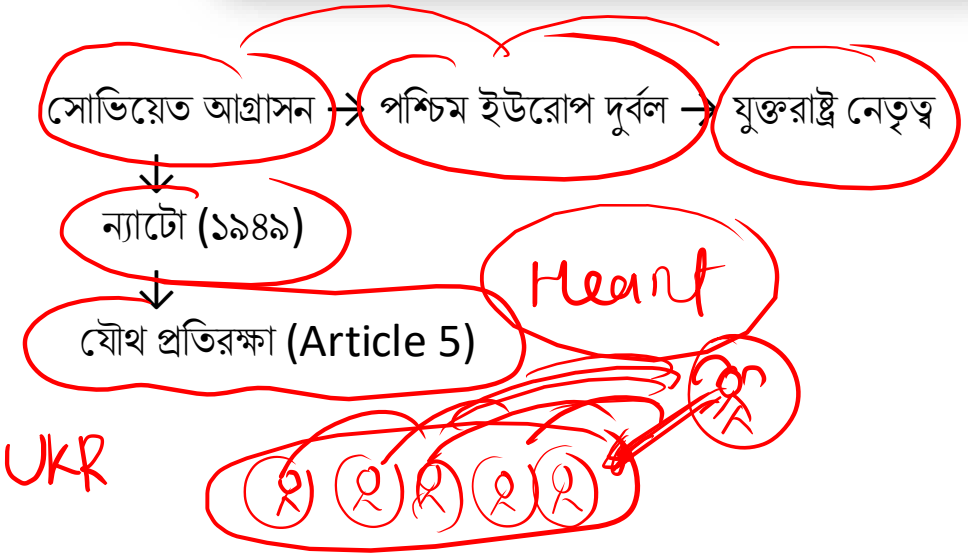

North Atlantic Treaty Organization (NATO)	
বিপরীত সংগঠন/ বিপরীত জোট বলা হয়	WARSAW PACT.
ন্যাটোর বহুজাতিক বাহিনীর নাম	২০০১ সালে আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে NATO'র নেতৃত্বে গঠিত হয় International Security Assistance Forces বা ISAF. ISAF কে ন্যাটোর বহুজাতিক বাহিনীও বলা হয়। ISAF মোট ৫১টি দেশের সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত।
সামরিক বাহিনী বিহীন সদস্য দেশ	আইসল্যান্ড।
উদ্যোক্তা রাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র।
সবচেয়ে বেশি খরচ বহন করে	যুক্তরাষ্ট্র।
NATO ভুক্ত ইউরোপের বাইরের দেশ	২টি– যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা।
কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে	রাশিয়া (১৭ অক্টোবর, ২০২১)।

➢ ন্যাটোর সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে ২০২৫ সালের ২৪-২৫ জুন তারিখে। এই শীর্ষ সম্মেলনে ন্যাটো জোটের ৩২ সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

ধারা	মূল বিষয়	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	গুরুত্ব / উদাহরণ
Article 1	শান্তিপূর্ণ সমাধান	সদস্যরা UN চার্টার মেনে বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।	যুদ্ধ এড়ানোর প্রতিশ্রুতি
Article 2	অর্থনৈতিক সহযোগিতা	অর্থনীতি, বাণিজ্য, কল্যাণে সহযোগিতা (কানাডা-ইউরোপ)	অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
Article 3	সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানো (যৌথভাবে)	২% জিডিপি ব্যয় নীতি
Article 4	পরামর্শ (Consultation)	হুমকি হলে সদস্যরা আলোচনা করবে	ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহৃত
Article 5	**যৌথ প্রতিরক্ষা**	**একের উপর আক্রমণ = সবার উপর আক্রমণ**	**৯/১১ (২০০১)** — একমাত্র কার্যকর
Article 6	আর্টিকেল ৫ এর সীমা	শুধু ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, আটলান্টিক (ট্রপিক অফ ক্যান্সারের উপরে)	এশিয়া বাদ
Article 7	UN এর সাথে সামঞ্জস্য	UN সিকিউরিটি কাউন্সিলের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন	আন্তর্জাতিক আইন মানা

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

ধারা	মূল বিষয়	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	গুরুত্ব / উদাহরণ
Article 8	পূর্ব চুক্তির সাথে সংঘর্ষ নয়	ন্যাটো অন্য চুক্তি ভঙ্গ করবে না	জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা
Article 9	ন্যাটো কাউন্সিল গঠন	উত্তর আটলান্টিক কাউন্সিল (NAC) — সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকারী	ব্রাসেলসে সদর দপ্তর
Article 10	উন্মুক্ত দরজা নীতি	ইউরোপীয় দেশ ন্যাটোতে যোগ দিতে পারে	**সম্প্রসারণের ভিত্তি**
Article 11	অনুমোদন প্রক্রিয়া	সদস্য দেশের সংসদে অনুমোদন লাগবে	১৯৪৯ সালে ১২ দেশ অনুমোদন করে
Article 12	পর্যালোচনা	১০ বছর পর চুক্তি পর্যালোচনা	কখনো বড় পরিবর্তন হয়নি
Article 13	প্রত্যাহার (Withdrawal)	২০ বছর পর যে কেউ বের হতে পারে (১ বছরের নোটিশ)	কেউ বের হয়নি
Article 14	ভাষা ও জমা	ইংরেজি ও ফরাসি — ওয়াশিংটনে জমা	আইনি বৈধতা

ওয়ারশ প্যাক্ট, সিয়াটো, সেন্টো

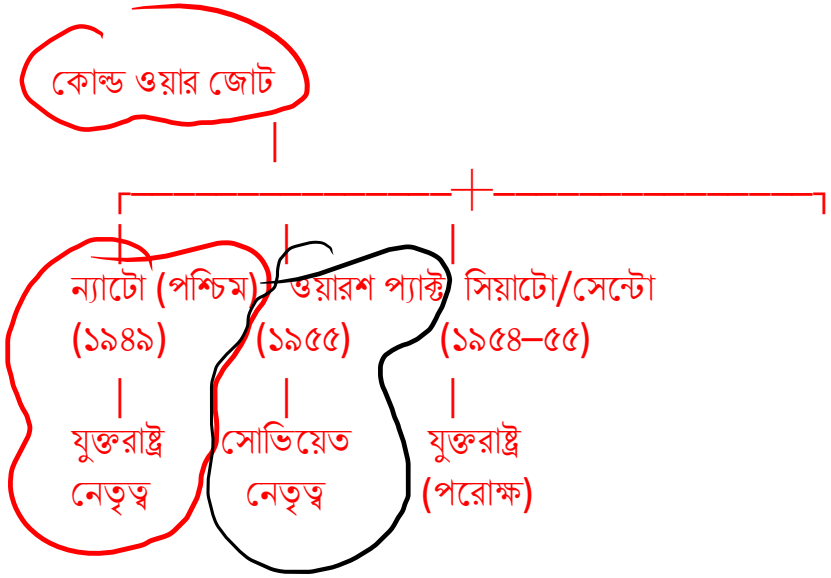

বিষয়	ওয়ারশ প্যাক্ট (Warsaw Pact)	সিয়াটো (SEATO)	সেন্টো (CENTO)
পুরো নাম	Warsaw Treaty Organization	Southeast Asia Treaty Organization	Central Treaty Organization (পূর্বনাম: Baghdad Pact)
প্রতিষ্ঠা	১৪ মে, ১৯৫৫	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪	১৯৫৫ (বাগদাদ প্যাক্ট), ১৯৫৯ সালে CENTO
সদর দপ্তর	মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন	ব্যাঙ্কক, থাইল্যান্ড	আঙ্কারা, তুরস্ক (পরে বাগদাদ)
প্রতিষ্ঠাতা নেতা	সোভিয়েত ইউনিয়ন (নিকিতা খ্রুশ্চভ)	যুক্তরাষ্ট্র (জন ফস্টার ডালেস)	যুক্তরাজ্য + যুক্তরাষ্ট্র (আইজেনহাওয়ার)
প্রধান উদ্দেশ্য	ন্যাটোর প্রতিক্রিয়া + সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ	কমিউনিজম রোধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়	মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজম রোধ
সদস্য সংখ্যা	৮টি	৮টি	৫টি (পরে ৪)

ওয়ারশ প্যাক্ট, সিয়াটো, সেন্টো

বিষয়	ওয়ারশ প্যাক্ট (Warsaw Pact)	সিয়াটো (SEATO)	সেন্টো (CENTO)
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, পূর্ব জার্মানি	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, পাকিস্তান	তুরস্ক, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য (যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষক)
মূল চুক্তি	**যৌথ প্রতিরক্ষা (আর্টিকেল ৪)** – ন্যাটোর আর্টিকেল ৫ এর মতো	**ম্যানিলা চুক্তি** – যৌথ প্রতিরক্ষা	**বাগদাদ চুক্তি** – যৌথ প্রতিরক্ষা

কোয়াড (QUAD)

পুরো নাম	**Quadrilateral Security Dialogue**
সদস্য	যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া
প্রতিষ্ঠা	২০০৭ (প্রথম ধারণা) → ২০১৭ (পুনরুজ্জীবন) → ২০২১ (শীর্ষ সম্মেলন)
প্রকৃতি	অনানুষ্ঠানিক কৌশলগত ফোরাম (জোট নয়)
উদ্দেশ্য	মুক্ত, উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মুক্ত ও উন্মুক্ত ব্যবস্থা বজায় রাখা	QUAD-এর মূল লক্ষ্য হলো এমন এক আঞ্চলিক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে **নৌ-পরিবহন, বাণিজ্য ও সার্বভৌমত্বের স্বাধীনতা** বজায় থাকে — বিশেষ করে চীনের বাড়তে থাকা প্রভাবের প্রেক্ষিতে।
নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি	সদস্য রাষ্ট্রগুলো যৌথ সামরিক মহড়া, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদার করে।
সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার হুমকির মোকাবিলা	কোয়াড প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত সহায়তার মাধ্যমে **সন্ত্রাসবাদ, সাইবার আক্রমণ ও চোরাচালান** প্রতিরোধে কাজ করে।
অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা	কোয়াড দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য **পরিবেশ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়তা** দেয়।
জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা	COVID-19 পরবর্তী সময়ে কোয়াড ভ্যাকসিন উৎপাদন ও বিতরণে সহযোগিতা করেছে এবং **জলবায়ু পরিবর্তন** রোধেও কাজ করছে।

অকাস (AUKUS)

পুরো নাম	**Australia – United Kingdom – United States**
প্রকৃতি	ত্রিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি (Trilateral Security Pact)
সদস্য	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া
ঘোষণা	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (ওয়াশিংটন, লন্ডন, ক্যানবেরা)
নেতা	বাইডেন (USA), জনসন (UK), মরিসন (Australia)
উদ্দেশ্য	ইন্দো-প্যাসিফিকে চীনের প্রভাব মোকাবিলা, প্রযুক্তি শেয়ারিং

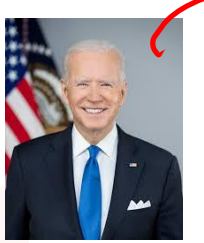

AUKUS

AUSTRALIA UK USA

পারমাণবিক সাবমেরিন (Nuclear-Powered Submarines)
প্রযুক্তি শেয়ারিং
ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তা

AUKUS VS QUAD

বিষয়	অকাস	কোয়াড
সদস্য	৩ (USA, UK, AUS)	৪ (USA, IND, JPN, AUS)
প্রকৃতি	**সামরিক চুক্তি**	কৌশলগত সংলাপ
প্রযুক্তি	পারমাণবিক সাবমেরিন	ভ্যাকসিন, সাপ্লাই চেইন
উদ্দেশ্য	চীন মোকাবিলা	মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক

POLL QUESTION-01

✪ ন্যাটোর সর্বশেষ সদস্য কোনটি?

a) তুর্কিয়ে

b) সুইডেন

c) আলবেনিয়া

d) ইউক্রেন

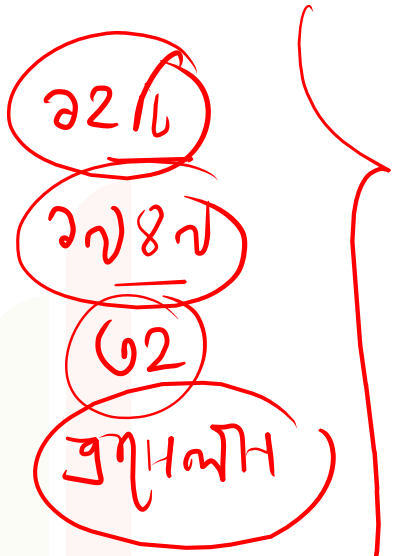

উদারতাবাদ ও বাস্তববাদ

Basis of Comparison / তুলনার ভিত্তি	Realism (বাস্তববাদ)	Liberalism (উদারতাবাদ)
View of Human Nature / মানব প্রকৃতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি	মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী ও সংঘাতপ্রবণ (Pessimistic view).	মানুষ যুক্তিবান, সহযোগিতাপ্রবণ ও শান্তি-প্রত্যাশী (Optimistic view).
Main Actor / প্রধান অভিনেতা	রাষ্ট্রই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ধারণা (State-centric approach).	রাষ্ট্রের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, ও ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ (Multi-actor approach).
Nature of International System / আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি	অরাজক (Anarchic); কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নেই, তাই শক্তিই টিকে থাকার উপায়।	অরাজক হলেও সহযোগিতা ও নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব (Anarchy mitigated by cooperation).
Goal of the State / রাষ্ট্রের লক্ষ্য	টিকে থাকা ও নিরাপত্তা অর্জন, বিশেষ করে সামরিক শক্তির মাধ্যমে।	পারস্পরিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শান্তি অর্জন।
Role of International Law and Institutions / আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	দুর্বল; এগুলো যুদ্ধ বা সংঘাত থামাতে পারে না।	শক্তিশালী; এগুলো সহযোগিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

উদারতাবাদ ও বাস্তববাদ

Basis of Comparison / তুলনার ভিত্তি	Realism (বাস্তববাদ)	Liberalism (উদারতাবাদ)
View on War and Peace / যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি	যুদ্ধ অনিবার্য; কখনো কখনো প্রয়োজনীয়।	শান্তি সম্ভব; কূটনীতি, সংলাপ ও গণতন্ত্রের মাধ্যমে তা অর্জনযোগ্য।
Economic Approach / অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	"Relative gains" — কে বেশি লাভ করছে তা মুখ্য।	"Absolute gains" — সবাই মিলে লাভবান হওয়া সম্ভব।
Concept of Power / শক্তির ধারণা	মূলত সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি।	অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শক্তিকেও গুরুত্ব দেয়।
Key Thinkers / প্রধান চিন্তাবিদ	থুসিডিডিস, মেকিয়াভেলি, হবস, মরগেনথাও, কেনেথ ওয়াল্টজ।	ইমানুয়েল কান্ট, উড্রো উইলসন, রবার্ট কিওহেন, জোসেফ নাই।
Practical Example / বাস্তব উদাহরণ	ঠান্ডা যুদ্ধ (Cold War), শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power), অস্ত্র প্রতিযোগিতা।	জাতিসংঘ (UN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), কূটনৈতিক সহযোগিতা।

ডমিনো তত্ত্ব

যদি কোনো একটি দেশ কমিউনিজম বা নির্দিষ্ট কোনো মতবাদে পতিত হয়, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোও **ডমিনোর মতো একের পর এক** একই পথে পতিত হবে।

- ✓ ডমিনো তত্ত্বটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য প্রযোজ্য ছিল।
- ✓ এই তত্ত্বটি প্রথম জনপ্রিয় করেন **যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডুয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার (Dwight D. Eisenhower)** ১৯৫৪ সালে।

মেরুকরণ

❑ **আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্ব ব্যবস্থায় ৩ ধরনের মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন:**

নাম	সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু
✓ বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা	২য় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বের সময়কে বহুমেরু বিশ্ব বলে।
✓ দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা	২য় বিশ্বযুদ্ধের পর USA এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে যে আদর্শের দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা ১৯৯১ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এ সময়কালকে দ্বি-মেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব বলে।
✓ একমেরু/নয়া বিশ্বব্যবস্থা	১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বে USA এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। এটি একমেরু বিশ্ব নামে পরিচিত।

ভূ-রাজনীতি

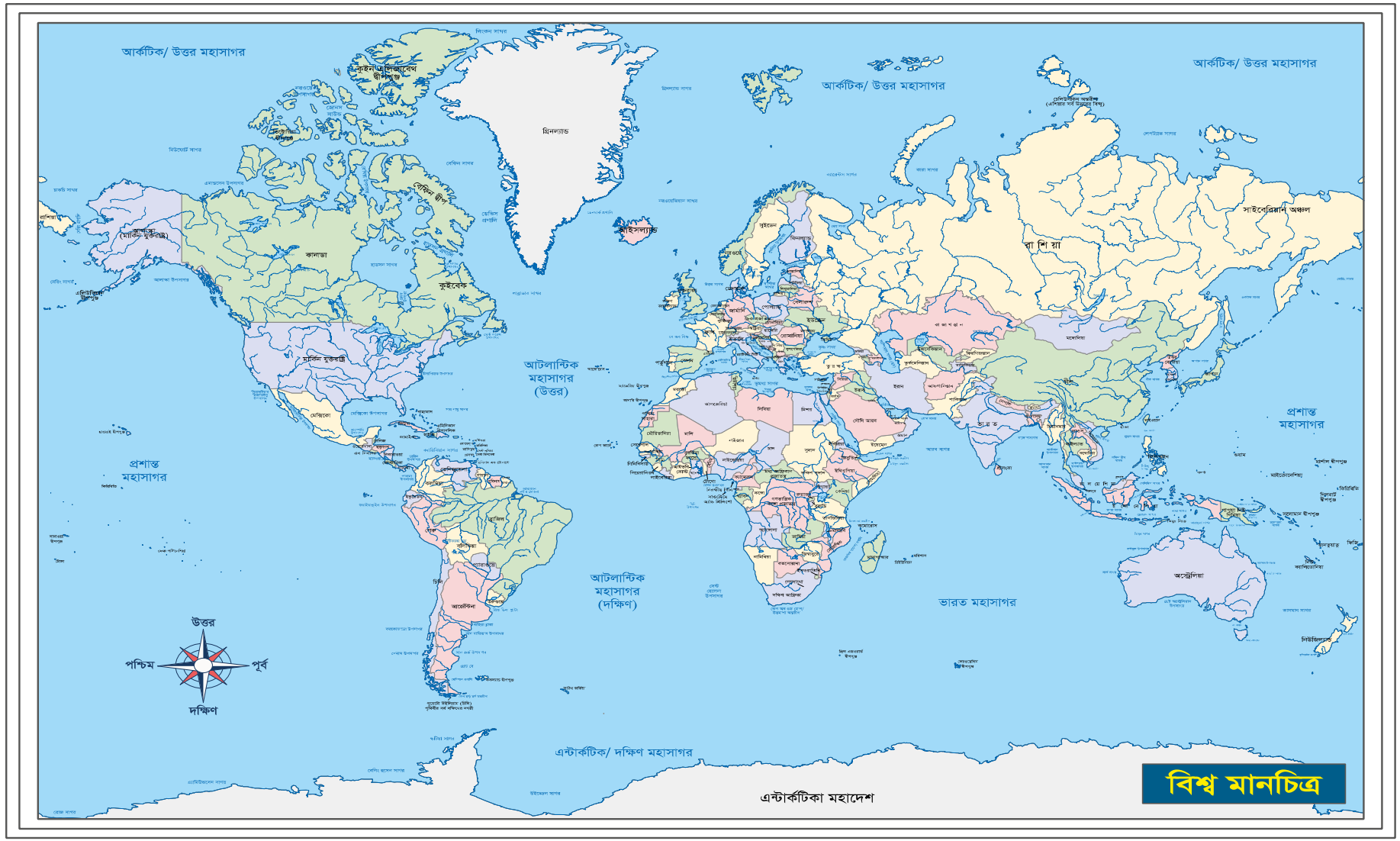

আর্কটিক/ উত্তর মহাসাগর
আর্কটিক/ উত্তর মহাসাগর
আর্কটিক/ উত্তর মহাসাগর
গ্রিনল্যান্ড
আইসল্যান্ড
কানাডা
কুইবেক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
রাশিয়া
সাইবেরিয়ান অঞ্চল
আটলান্টিক
মহাসাগর
(উত্তর)
প্রশান্ত
মহাসাগর
প্রশান্ত
মহাসাগর
আটলান্টিক
মহাসাগর
(দক্ষিণ)
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
এন্টার্কটিক/ দক্ষিণ মহাসাগর
এন্টার্কটিকা মহাদেশ
বিশ্ব মানচিত্র

❑ Geopolitics

ভূ-রাজনীতি (Geopolitics) হলো এমন এক ধরণের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, যেখানে রাষ্ট্রগুলোর **ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রতিবেশী দেশসমূহ, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা** ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে তাদের **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনীতি ও শক্তির খেলা** বোঝানো হয়।

মূল উপাদানগুলো:

- ভৌগোলিক অবস্থান (যেমন: সমুদ্র বন্দর, সীমান্ত)
- প্রাকৃতিক সম্পদ (তেল, গ্যাস, খনিজ)
- পরিবেশগত সংকট (জলবায়ু পরিবর্তন)
- শক্তির প্রতিযোগিতা (Militarization, Alliances)

ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব

- জৈবিকসত্ত্বা তত্ত্ব
- হৃদভূমি তত্ত্ব
- রিমল্যান্ড তত্ত্ব

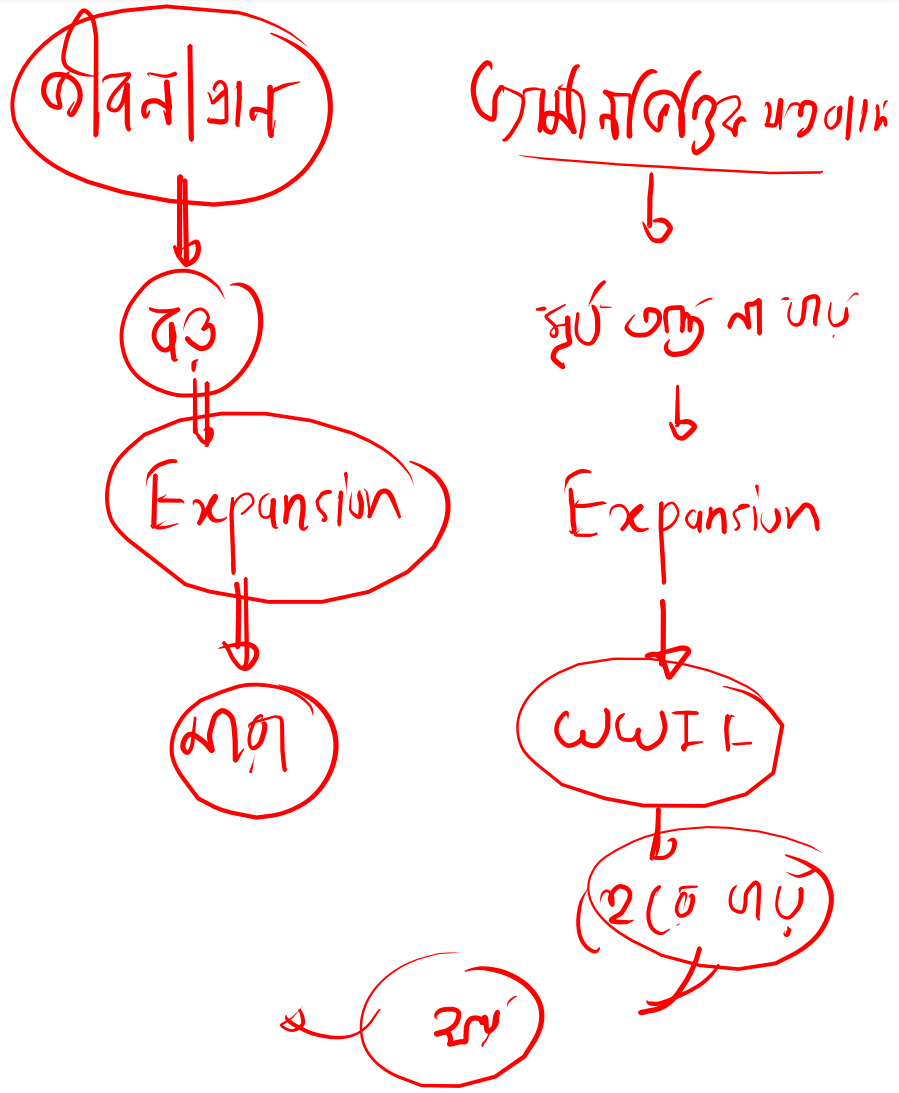

হৃদভূমি তত্ত্ব

Who rules East Europe commands the Heartland!
Who rules Heartland commands the world island!
Who rules the world island commands the world!

He argues that the power in the world is determined by **control of the landmass** of the **Eurasian continent**, particularly the vast expanse of land in the **center of the continent**, which he called the **"Heartland."** According to Mackinder, **whoever controlled the Heartland could dominate the world** because of the region's **strategic location, difficulty to access by the sea powers, and contains vast resources.**

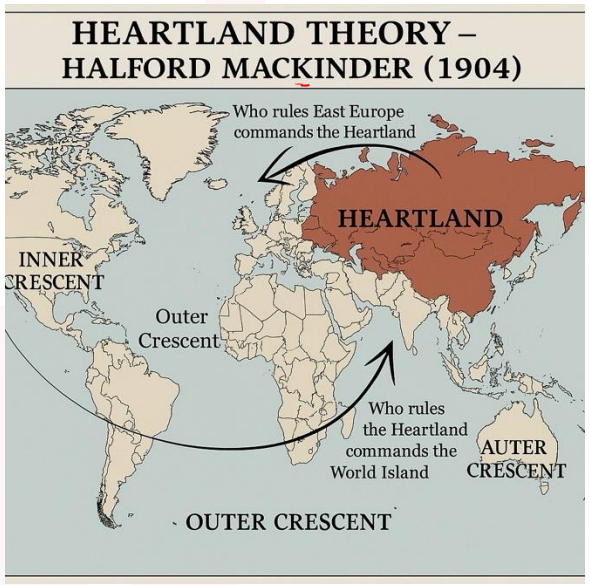

রিমল্যান্ড তত্ত্ব

Who controls the Rimland, rules Eurasia!
One who rules Eurasia controls the world !

Spykman argues that the power in the world is determined by **control of the coastal regions surrounding the Heartland**, which he called the **"Rimland"**. Spykman believed that **whoever controlled the Rimland could prevent the Heartland from expanding its power** and could potentially challenge the Heartland's dominance.

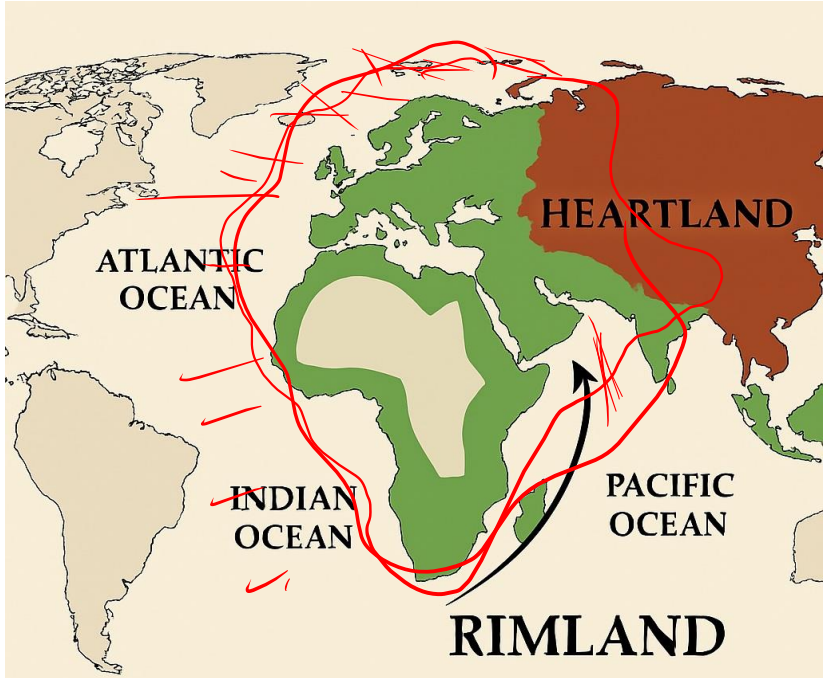

RIMLAND: THE COASTAL CRESCENT OF EURASIA—KEY TO GLOBAL POWER

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

- **সময়কাল:** ২৮ জুলাই, ১৯১৪ থেকে ১১ নভেম্বর, ১৯১৮
- **প্রেক্ষাপট:** ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ড এক সার্বিয়বাসীর গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে দুই দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে।

Gavrilo princip
(Black Hand)

- **বিবদমান পক্ষ:**

মিত্রশক্তি (Allied Powers)	সার্বিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি এবং যুক্তরাষ্ট্র।
কেন্দ্রীয় শক্তি (Central Powers)	অস্ট্রিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি এবং বুলগেরিয়া।

1) সামরিক প্রতিযোগিতা:

2) জোট:

3) Nationalism: জার্মানি { ইতালি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

বেলফোর ঘোষণা	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী বিজ্ঞানী চাইম ওয়াইজম্যানের 'এসিটোন' নামক বিস্ফোরকের আবিষ্কার বৃটিশদের নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করেছিল। এর পুরস্কারস্বরূপ ১৯১৭ সালে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব আর্থার বেলফোর বৃটিশ ইহুদী যাজক ব্যারন ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে উদ্দেশ্য করে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে পত্র লিখেন তাই ইতিহাসে 'বেলফোর ঘোষণা' নামে পরিচিত। এই ঘোষণার ফলস্বরূপ ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্ম হয়।
১৪ দফা	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বন্ধে করণীয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ টি দফা উত্থাপন করেন যা Fourteen Points নামে পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

ভার্সাই চুক্তি (২য়)	২৮ জুন, ১৯১৯ সালে জার্মানির সাথে মিত্রশক্তিদের মধ্যে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে এ চুক্তি হয়েছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে ১ম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২য় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল এই চুক্তিতেই।
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের প্যারিস শান্তি আলোচনার মাধ্যমে ১৯২০ সালে জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। বৈশ্বিক শান্তি রক্ষায় সর্বপ্রথম সর্বজনীন সংস্থা হলো জাতিপুঞ্জ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফার ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
মহামন্দা বা Great Depression	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন শেয়ার বাজারে যে অর্থনৈতিক ধ্বস নামে তাই ইতিহাসে মহামন্দা বা Great Depression নামে পরিচিত। ১৯২৯ সালের ২৯ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বস নামার কারণে ঐ দিনটিকে 'ব্লাক টুয়েজ ডে' বলা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

- **সময়কাল:** ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ থেকে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।
- **প্রেক্ষাপট:** জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।
- **বিবদমান পক্ষ:**

মিত্রশক্তি (Allied Powers)	ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পোল্যান্ড, বেলজিয়াম।
অক্ষ শক্তি (Axis Powers)	জার্মানি, ইতালি এবং জাপান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

মিত্রশক্তির নেতা			
দেশের নাম	**রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি**	**নাম**	
সোভিয়েত ইউনিয়ন	প্রেসিডেন্ট	যোসেফ স্ট্যালিন	
যুক্তরাজ্য	প্রধানমন্ত্রী	উইনস্টোন চার্চিল	
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট	ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট	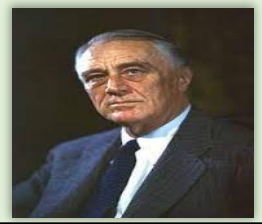
	প্রেসিডেন্ট	হ্যারি এস ট্রুমান	

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

অক্ষশক্তির নেতা			
দেশের নাম	রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি	নাম	
ইতালি	প্রধানমন্ত্রী	বেনিতো মুসোলিনি	
জার্মানি	চ্যান্সেলর	এডলফ হিটলার	
জাপান	সম্রাট	হিরোহিতো	

❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপঞ্জি

১৯৩৯	১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।
১৯৪০	১০ জুন ইতালিয়ান ও জার্মান বাহিনী ব্রিটিশ অধিভুক্ত উত্তর আফ্রিকা (মিশর) আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শনের জন্য জার্মান ফিল্ড মার্শাল রমেল 'The Desert Fox' (মরুভূমির শেয়াল) নামে পরিচিতি লাভ করেন।
১৯৪১	**অপারেশন বারবারোস:** ২২ জুন অক্ষশক্তির দেশসমূহ হিটলারের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে আক্রমণ করেছিল তার সাংকেতিক নাম 'অপারেশন বারবারোস'। **পার্ল হারবার আক্রমণ:** ৭ ডিসেম্বর জাপান মার্কিন নৌ ঘাঁটি পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

১৯৪৪	৬ জুন ইউরোপের মূল ভূখণ্ড জার্মানদের থেকে দখলমুক্ত করার জন্য মিত্রবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সেনা ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে অবতরণ করে। এই দিনটি D-Day হিসাবে পালিত হয়।
১৯৪৫	৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করলে জার্মানির পতন ঘটে।
১৯৪৫	আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানি ৭ মে ১৯৪৫ সোভিয়েত জেনারেল জর্জ জোকভের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৮ মে জার্মান নাৎসি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। এই দিনটি V E-Day (Victory in Europe Day) হিসেবে উদযাপিত হয়।
১৯৪৫	৬ আগস্ট এবং ৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র জাপানে ২টি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। পারমাণবিক বোমা দুটি নিক্ষেপের নির্দেশদাতা ছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান। ১৫ আগষ্ট জাপান আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়। ২ সেপ্টেম্বর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

✪ লিটল বয় (Little Boy)

- লিটল বয় নামক পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়- জাপানের হিরোশিমাতে (হনশু দ্বীপ)।
- এটি নিক্ষেপ করে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, **৬ আগস্ট, ১৯৪৫**।
- নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- কর্নেল পল ওয়ারফিল্ড টিবেটস।
- নিক্ষেপ করা হয় যে বিমান থেকে বি-২৯ সুপারফোর্টেস (এনোলো গো)।

✪ ফ্যাট ম্যান (Fat Man)

- ফ্যাট ম্যান নামক পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়- জাপানের নাগাসাকিতে (কিয়োশু দ্বীপ)।
- নিক্ষেপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **৯ আগস্ট ১৯৪৫** সালে।
- নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- মেজর চার্লস ডব্লিউ সুইনি।
- নিক্ষেপ করা হয় যে বিমান থেকে- বি-২৯ সুপারফোর্টেস। অন্য নাম বঙ্কার।

➤ যুদ্ধের ফলাফল:

- ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পন করে।
- জার্মান নাৎসি সামরিক বাহিনী ইউরোপে প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহুদী হত্যা করে। এই গণহত্যা দ্যা **হলোকাস্ট** নামে পরিচিত।
- ন্যুরেমবার্গ বিচার ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে জার্মানির ন্যুরেমবার্গে অনুষ্ঠিত হওয়া কিছু বিচার প্রক্রিয়ার নাম। তখন ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল নাৎসি বাহিনীর নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে এবং তাদের বিচার করে।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
ট্রাফালগার যুদ্ধ	১৮০৫ সালে	➢ ফ্রান্স ও স্পেনের বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের এই যুদ্ধ শুরু হয়। ➢ এ যুদ্ধে বৃটিশরা জয়ী হওয়ায় নেপোলিয়নের ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ➢ ট্রাফালগার স্কয়ার বর্তমান লন্ডনে অবস্থিত।
ওয়াটার লু'র যুদ্ধ	১৮১৫	➢ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। ➢ এ যুদ্ধে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের (আর্থার ওয়েলেসলে) নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। ➢ নেপোলিয়ানকে **সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়**। সেখানে ১৮২১ সালে তিনি মারা যান।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
আফিম যুদ্ধ	প্রথম যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২)	➢ এটি প্রথম এংলো-চীনা যুদ্ধ নামেও পরিচিত ছিল। এই যুদ্ধে ব্রিটেন বিজয় লাভ করে।
	দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৮৫৬-১৮৬০)	➢ এটি অ্যারো ওয়ার বা দ্বিতীয় এংলো-চীনা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধেও ব্রিটেন বিজয়ী হয়।
আমেরিকার গৃহ যুদ্ধ	১৮৬১ - ১৮৬৫	➢ ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম লিংকনের সরকারের সাথে দাসপ্রথা নির্ভর ১১টি প্রদেশের গৃহযুদ্ধ হয়। ➢ এই যুদ্ধে আব্রাহাম লিংকন সরকারের জয় হয় ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাসপ্রথা বিলোপ ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
আরব ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৪৮ থেকে থেকে ১৯৭৩ সাল)	প্রথম যুদ্ধ (১৯৪৮ সালে)	➢ ১৯৪৮ সালে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ➢ ফিলিস্তিন নিজ ভূমিতে পরাজিত হয় এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ➢ প্রথম আরব ইসরাইল যুদ্ধবিরতি সীমারেখা 'গ্রিন লাইন' নামে পরিচিত ছিল।
	দ্বিতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ বা সুয়েজ সঙ্কট (১৯৫৬ সালে)	➢ মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে।
	তৃতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ বা ছয় দিনের যুদ্ধ (১৯৬৭ সালে)	➢ ইসরায়েলি বাহিনী মিশরের কাছ থেকে গাজা ভূখণ্ড ও সিনাই উপদ্বীপ, জর্ডানের কাছ থেকে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম এবং সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি ছিনিয়ে নেয়। ➢ OIC প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
	চতুর্থ আরব ইসরাইল যুদ্ধ বা তেল সংকট (১৯৭৩ সালে)	➢ যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সহায়তা করে। ১৯৭৩ সালে আরবরা তেল অবরোধ দেয়। ➢ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল সিনাই উপত্যকা এবং গোলান মালভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করলে ওপেক ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে তেল নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়। ➢ ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

বিভিন্ন বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	সাল	তথ্য
ফরাসি বিপ্লব	১৭৮৯–১৭৯৯	➢ এই বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ➢ বিপ্লবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেস্কু প্রমুখ দার্শনিকদের রচনা। ➢ ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি ছিল- "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী"। ➢ ১৭৮৯ সালে ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়। ➢ নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট ১৭৯৯ সালে ক্ষমতা দখল করলে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে।
রুশ বিপ্লব	১৯১৭	➢ এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় জার শাসনের অবসান হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান হয়। ➢ ১৯০৫ সালে সংগঠিত হয় প্রথম বিপ্লব এবং ১৯১৭ সালে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিপ্লব। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে সংঘটিত হয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায় এবং অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়। ➢ 'অক্টোবর বিপ্লব' এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত করে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক (কমিউনিস্ট) সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	সাল	তথ্য
চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব	১ অক্টোবর, ১৯৪৯	➢ এই বিপ্লবের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়নার নেতা মাও সে তুং এর নেতৃত্বে চিয়াং কাইশেকের পতন হয়। ➢ চীনে পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার পতন হয় এবং সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। ➢ এই বিপ্লবের মাধ্যমে চীনের সাম্যবাদী দল ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা করে।
চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব	১৯৬৬ – ১৯৬৯	➢ মাও সে তুং এর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে বৃহৎরূপে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। ➢ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হলো- একটি সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া, পুঁজিবাদী ও সামন্তীয় সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করে সমগ্র সমাজে জ্ঞানভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ সৃষ্টি করা।

বিভিন্ন বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	সাল	তথ্য
ইরানি বিপ্লব	১৯৭৯	➢ আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের এই বিপ্লবের ফলে ইরান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
ইন্তিফাদা	১৯৮৭ - ২০১৭	➢ ইন্তিফাদা আরবি শব্দ। এর অর্থ- জেগে ওঠা/গণঅভ্যুত্থান। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা অবরোধের প্রতিবাদে ইসরাইলের দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের নাম ইন্তিফাদা। ➢ এ পর্যন্ত মোট ৩ বার ইন্তিফাদা সংঘটিত হয়েছে। প্রথমটি হয় ১৯৮৭ – ১৯৯৩ সালে, দ্বিতীয়টি ২০০০ – ২০০৫ সালে, তৃতীয়টি ২০১৭ সালে শুরু হয়।
রোজ বিপ্লব	২০০৩	➢ এটি সংঘটিত হয় জর্জিয়ায়। এটি ছিল জর্জিয়ার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার পতনের আন্দোলন।

বিভিন্ন বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	সাল	তথ্য
অরেঞ্জ রেভ্যুলেশন	২০০৪	➢ এটি ২০০৪ সালের ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে সংঘটিত হয়।
টিউলিপ রেভ্যুলেশন	২০০৫	➢ কিরগিজিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আসকার আকিয়েভের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগে এ আন্দোলন শুরু হয়।
আরব বসন্ত (জুঁই বিপ্লব)	২০১০	➢ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বয়ে যাওয়া গণবিপ্লব। গণবিক্ষোভের শুরু হয় তিউনিসিয়ায়। ➢ তিউনিসিয়ায় নানা অরাজকতার প্রতিবাদে মোহাম্মদ বুয়াজিজি নামে এক ফলবিক্রেতা প্রশাসনের দুর্নীতি আর বেকারত্বের জীবনে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে বিদ্রোহ করে। এই আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন আরব দেশে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকা শাসকদের পতন ঘটে।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

চুক্তির নাম	বিষয়বস্তু	তথ্যসমূহ
১ম ভার্সাই চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১৭৮৩ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	ফ্রান্সের ভার্সাই নগরী।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স, ব্রিটেন ও স্পেন, ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ড।
	চুক্তিসমূহ	১৭৮৩ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ৪টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যথাঃ ১. গ্রেট ব্রিটেন বনাম যুক্তরাষ্ট্র, ২. গ্রেট ব্রিটেন বনাম ফ্রান্স, ৩. গ্রেট ব্রিটেন বনাম স্পেন, ৪. গ্রেট ব্রিটেন বনাম নেদারল্যান্ড। এ চারটি চুক্তির প্রথম চুক্তির মাধ্যমে (Peace of Paris) যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়।
	উদ্দেশ্য	আমেরিকাকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের সাথে আমেরিকা, ফ্রান্স ও স্পেনের সমঝোতা করা ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য।
	ফলাফল	যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

চুক্তির নাম	বিষয়বস্তু	তথ্যসমূহ
২য় ভার্সাই চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২৮ জুন, ১৯১৯ সাল।
	কার্যকর	১০ জানুয়ারি, ১৯২০ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম) এবং পরাজিত জার্মানি।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয় এবং জার্মানিকে যুদ্ধপরাধী হিসেবে ঘোষণা ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

তাসখন্দ চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	তাসখন্দ (উজবেকিস্তান, তৎকালীন উজবেক সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক)।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	ভারত ও পাকিস্তান।
	স্বাক্ষরকারী	ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬৫ সালের কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। • এর মধ্যস্থতাকারী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিনি (রাশিয়া)

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

সিমলা চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২ জুলাই, ১৯৭২ সাল।
	স্বাক্ষরকারী দেশ	ভারত ও পাকিস্তান।
	স্বাক্ষরকারী	ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো।
	স্বাক্ষরের স্থান	সিমলা (ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে একে অপরকে সম্মান দেখাবে এবং জম্মু-কাশ্মীর বিরোধের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত 'লাইন অব কন্ট্রোল' দেশের সীমানা হিসেবে মেনে নেবে। • উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও এককভাবে চুক্তি বদলানোর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

প্যারিস শান্তি চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সাল।
	স্বাক্ষরকারী দেশ	উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্র।
	স্বাক্ষরের স্থান	প্যারিস (ফ্রান্স)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	চুক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি অংশগ্রহণ বন্ধ।
	ফলাফল	এই চুক্তির ফলে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয়।
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সাল।
	স্বাক্ষরকারী দেশ	মিশর ও ইসরায়েল।
	স্বাক্ষরকারী	মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন।
	মধ্যস্থতাকারী	তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।
	স্বাক্ষরের স্থান	ক্যাম্প ডেভিড, ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র)।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার রূপরেখা নিরূপণ। • এই চুক্তি অনুসারে ইসরায়েল মিশরকে অধিকৃত সিনাই উপত্যকা ফিরিয়ে দিবে এবং মিশর ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। • ১৯৭৮ সালে এই চুক্তিটির জন্য সাদাত ও বেগিন যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান।
	ফলাফল	• এই চুক্তির ফলে জর্ডান ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। • সাময়িকভাবে মিশরকে আরব লীগ ও ওআইসি থেকে বহিষ্কার করা হয়। • ইসরায়েল চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে। তারা সিনাই উপদ্বীপ মিশরকে ফিরিয়ে দিলেও স্বায়ত্তশাসন দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

শেনজেন চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১৪ জুন, ১৯৮৫ সাল।
	কার্যকর হয়	২৬ মার্চ,১৯৯৫ (ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা শুরু হয় ১৬ মার্চ ১৯৯৫ সালে)।
	স্বাক্ষরের স্থান	শেনজেন (লুক্সেমবার্গ)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	শেনজেন চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল জল, স্থল ও আকাশ পথে এক ভিসায় কিংবা ভিসা ব্যতীত জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোতে ভ্রমণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে অবাধ চলাচল করা।
	শেনজেনভুক্ত দেশ	২৭টি। ২৭তম দেশ হিসেবে সর্বশেষ শেনজেন অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হয় ক্রোয়েশিয়া (জানুয়ারি, ২০২৩)।

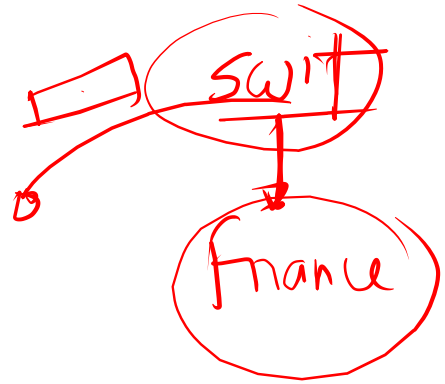

Nethe

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সাল।
	কার্যকর	১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	ম্যাসট্রিক্ট (নেদারল্যান্ডস)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় অর্থবাজারকে সর্ববৃহৎ বাজারে পরিণত করা এবং একক মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালু করা। • অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি অনুমোদনের জন্য ডেনমার্ক প্রথম ২ জুন, ১৯৯২ এবং দ্বিতীয় ১৮ মে, ১৯৯৩ মোট দুইবার গণভোটের আয়োজন করেছিল। • এর ফলে অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে ইউরোপে ইউরো মুদ্রা চালু হয় ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

আফগান শান্তি চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।
	স্বাক্ষরের স্থান	দোহা (কাতার)।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আফগানিস্তান (তালেবান)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটানো। • যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নেবে। • উভয়পক্ষ বন্দিদের মুক্তি প্রদান করবে।

POLL QUESTION-03

✪ জুঁই বিপ্লবের সূচনা হয় কোন দেশে?

a) লিবিয়া

b) মিশর

c) তিউনিসিয়া

d) কিরগিজস্তান

➢ **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?** **[৪৮তম বিসিএস]**

(ক) সেভার্স চুক্তি (খ) লুজেন (Lausamme) চুক্তি

(গ) ভার্সাই চুক্তি (ঘ) প্যারিস চুক্তি

➢ **ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণ কোনটি?** **[৪৮তম বিসিএস]**

(ক) বাণিজ্যিক (খ) পারমানবিক শক্তি (গ) অর্থনৈতিক (ঘ) কোনটি নয়

➢ **ন্যাটো (NATO) চার্টারের কোন ধারায় সম্মিলিত প্রতিরক্ষার কথা উল্লেখ আছে?** **[৪৭তম বিসিএস]**

(ক) আর্টিকেল-২ (খ) আর্টিকেল-৩ (গ) আর্টিকেল-৫ (ঘ) আর্টিকেল-৬

➢ **উত্তর আটলান্টিক চুক্তির কত নম্বর ধারায় যৌথ নিরাপত্তার ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে?** **[৪৬তম বিসিএস]**

(ক) আর্টিকেল ২ (খ) আর্টিকেল ৩ (গ) আর্টিকেল ৪ (ঘ) আর্টিকেল ৫

➢ **আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ভূমিকার বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা প্রদান করে?** **[৪৬তম বিসিএস]**

(ক) উদারবাদ (খ) বাস্তববাদ (গ) মার্ক্সবাদ (ঘ) কোনোটিই নয়

➢ **বাংলাদেশ সদস্য নয়?** **[৪৫তম বিসিএস]**

(ক) ILO (খ) SAARC (গ) NATO (ঘ) BIMSTEC

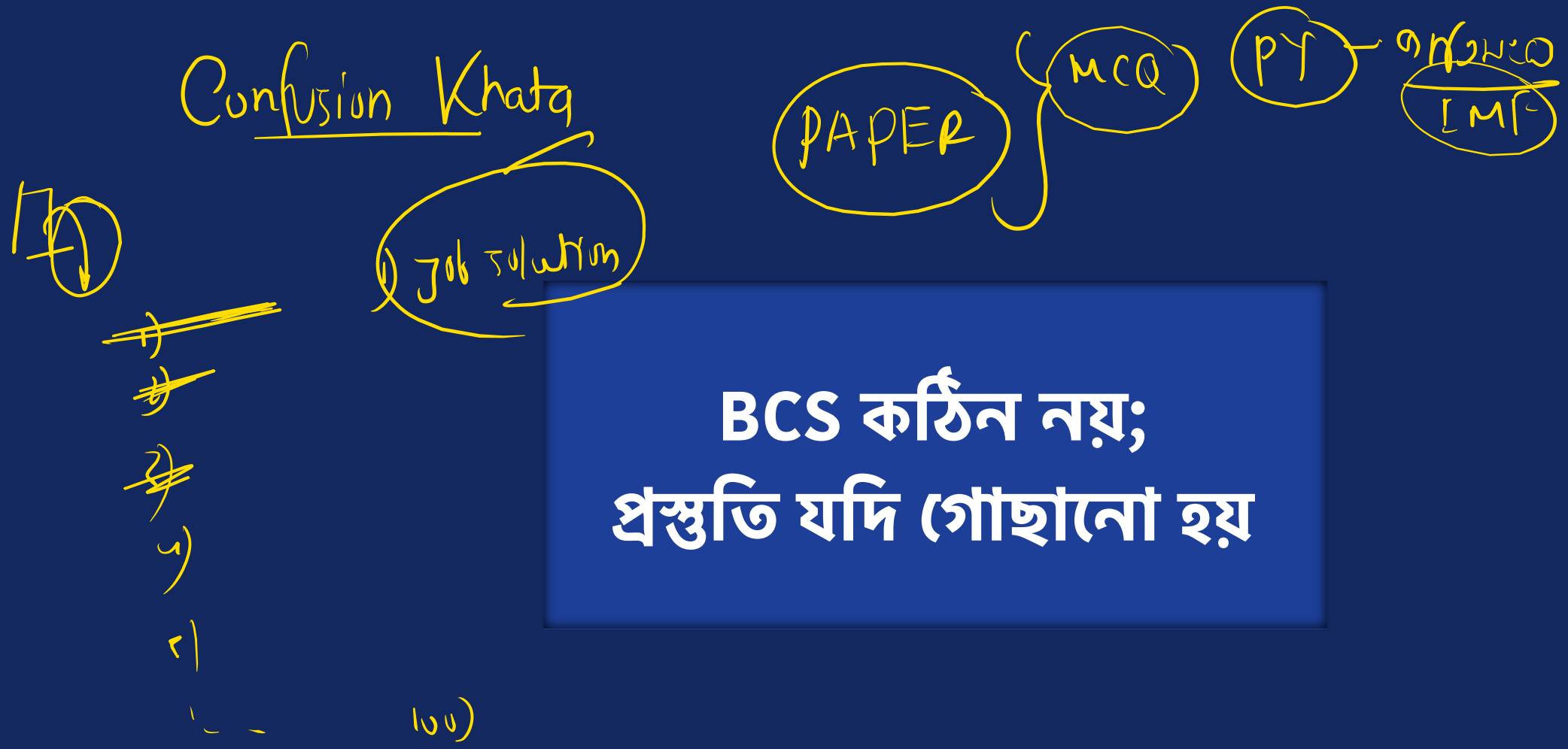

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/@Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy